ত্রয়ী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নবজীবন সংঘ
৪, ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার,
কলিকাতা।

৪, স্থায়রত্ন লেন, কলিকাতা
নবজীবন সংঘ হইতে
শ্রীইলা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
প্রকাশিত।

আষাঢ়, ১৩৪৪ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী

চারণ বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের

করকমলে।

স্ফটিকের মত তব স্বভাব নির্ম্মল,
সিংহের মতন প্রাণ বলিষ্ঠ, নির্ভয়,
তৃণসম নম্রনত চিত্ত-শতদল,
দুঃখজয়ী বীর তুমি, হোক্ তব জয়।

কলিকাতা
১লা জুলাই, ১৯৩৭।

প্রীতিমুগ্ধ
বিজয় চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

চারণ-আন্দোলনের সৃষ্টি দমদম-স্পেশাল-জেলে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। তার ক্ষেত্র তখন সীমাবদ্ধ ছিল সঙ্গীতে। চারণের আসর জমাতেন যাঁরা, তাঁরা ছিলেন বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত বন্দীর দল। প্রতি সন্ধ্যায় কম্বলের ফরাসে গানের বৈঠক ব'সতো।

আন্দোলন আজ কারাকক্ষ পেরিয়ে পা দিয়েছে দেশের বিস্তীর্ণ বুকে আর এক বৃহত্তর কারাগারের মধ্যে। সুরে যার আরম্ভ, সাহিত্যের মধ্যে আজ তার আত্মপ্রকাশ। এর পরিণতি হোক্ কর্ম্মে যার মধ্যে ফাঁকি নেই কোন।

চারণ-আন্দোলনের মেরুদণ্ড সাম্য আর স্বাধীনতা; সাহিত্য এবং সঙ্গীত তার প্রাণ। চারণ কথাটির সঙ্গে স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। রাজপুতানার পাহাড়ে প্রান্তরে মুক্তির জয়গান গাইতো যারা তাদেরই নাম ছিল চারণ। সাহিত্য আর সঙ্গীত একটী বিশেষ আসন অধিকার ক'রে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার টমাস্ পেনের লিখিত Common Senseএর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই

পুস্তিকা সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিক ওয়েলস্ The Outline Of Historyতে লিখেছেন, It converted thousands to the necessity of separation. গানের মধ্যেও এমন একটা মাদকতা আছে যা মানুষকে দিতে পারে নূতন প্রেরণা। বিখ্যাত ফরাসী-জাতীয়-সঙ্গীত "Marseillaise"এর সুরের আগুন ফরাসী-বিপ্লবের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রেছিল একটা নূতন শক্তি। ওয়েলস্ তাঁর ইতিহাসে এ সম্পর্কে লিখেছেন, Before that chant and the leaping columns of Frech bayonets and their enthusiastically—served guns, the foreign armies rolled back. উপরের দৃষ্টান্ত দুটী থেকে বোঝা যাবে, মুক্তিসাধনাকে জয়যুক্ত ক'রতে হোলে সঙ্গীতের আর সাহিত্যের আশ্রয় আমাদের নিতে হবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'ত্রয়ী' এই মুক্তিসাধনার প্রথম ফল। সাহিত্য দেবে জ্ঞানের আলো, গান দেবে প্রাণে উন্মাদনা। সাহিত্য দেবে আইডিয়া, গান দেবে সেন্‌টিমেণ্ট। মুক্তি-সাধনার পথে সঙ্গীত আর সাহিত্যকে চলতে হ'বে পাশাপাশি।

এইবার চারণের পাঁচটী মন্ত্রের কথা ব'লে আমাদের এই ভূমিকা শেষ করি। চারণের প্রথম মন্ত্র ভগবানে বিশ্বাস। প্রত্যেক চারণ বিশ্বাস করে, ভগবানই জ্ঞান, শক্তি এবং আনন্দের অনাদি উৎস। চারণের দ্বিতীয় মন্ত্র সর্ব্বহারাদের কল্যাণ। প্রত্যেক চারণ বিশ্বাস করে, নিষ্কাম

কর্ম্মেরদ্বারা অহিংস পথে সর্ব্বহারাদের সেবাই ভগবানকে পাওয়ার একমাত্র পথ। চারণের তৃতীয় মন্ত্র স্বাধীনতা। প্রত্যেক চারণ বিশ্বাস করে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই সর্ব্বহারাদের মঙ্গলের প্রথম অপরিহার্য্য সোপান। চারণের চতুর্থ মন্ত্র গণসংযোগ। প্রত্যেক চারণ বিশ্বাস করে, কৃষক ও শ্রমিকদের শক্তিশালী সংঘই স্বাধীনতার ভিত্তি। চারণের পঞ্চম মন্ত্র স্বাস্থ্য এবং সাহস। প্রত্যেক চারণ বিশ্বাস করে, স্বাস্থ্য এবং সাহস, সাম্য ও স্বাধীনতার দুর্গম পথে অপরিহার্য্য পাথেয়।

২৬, ৬, ৩৭
কলিকাতা।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার বেদীমূলে

আমেরিকা যখন স্বাধীনতা-সমরে লিপ্ত, তখন সে-দেশের কতকগুলি লোক শান্তির দোহাই দিয়ে আর ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে লোকদের উপদেশ দিতো,—"তোমরা মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিও না। ইংরেজ-রাজত্বের মত এমন সুখের রাজত্ব আর নেই। ঈশ্বরের নাম কর, প্রেমের পথে চল, বিরোধের কোলাহল থেকে মুক্ত রাখো জীবনকে।" এই ধর্ম্মধ্বজী ভীরুদের লক্ষ্য ক'রে টমাস পেন তখন লিখেছিলেন, "All we want to know in America is simply this, who is for independence and who is not?" "স্বাধীনতার জন্য আমাদের এই যুদ্ধ কোন্ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসে কতখানি আঘাত দিয়েছে, কোন্ দলের স্বার্থকে অথবা মতামতকে কতখানি উপেক্ষা করেছে, আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আদৌ প্রয়োজন নেই। কে আছে স্বাধীনতার পক্ষে এবং কে আছে স্বাধীনতার বিপক্ষে—শুধু এইটুকু আমরা জানতে চাই আমেরিকাতে।"

টমাস পেন অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন—সন্দেহ